



স স্মি লি তে র বি শ্ব দ র্ প ণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, ত্রিংশ সংখ্যা, মঙ্গলবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ৭, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ২৫



পরিকাঠামোয় নতুন গতি বঙ্গে

কলকাতা: বারাকপুর-বারানগর মেট্রো করিডর বা পিঙ্ক লাইন প্রকল্পের কাজে আরও এক ধাপ অগ্রগতি হল। বিটি রোডের উপর দিয়ে প্রস্তাবিত মেট্রো করিডর নির্মাণের জন্য কলকাতা পুরসভা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল)-কে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দিয়েছে। কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের স্বাক্ষরিত ২৪ আগস্ট ২০২৬-এর চিঠিতে আরভিএনএলের জেনারেল ম্যানেজার (প্রজেক্টস)-কে এই এনওসি দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, বিটি রোড বরাবর বিদ্যমান ৪৮ ইঞ্চি ব্যাসের কাস্ট আয়রন জল সরবরাহের মূল পাইপলাইন বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি নতুন ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের জল সরবরাহ পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে। এই কাজের সঙ্গে বারাকপুর-বারানগর মেট্রো করিডর নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হবে। পুরসভার এনওসিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, নতুন জল সরবরাহ পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি বিদ্যমান জল সরবরাহ ব্যবস্থার যথাযথ সুরক্ষা ও নির্দিষ্ট নিরাপত্তাবিধি মেনে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ মেট্রো নির্মাণের কারণে উত্তর কলকাতা ও উত্তর শহরতলির গুরুত্বপূর্ণ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় যাতে কোনও ধরনের বিঘ্ন না ঘটে, তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরসভার চিঠির সঙ্গে নয় পাতার এনওসি সংযুক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য চিঠির প্রতিলিপি রাজ্যের নগরোন্নয়ন ও পুর

বিষয়ক দফতর, পূর্ত দফতর, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক, বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট, সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের কাছেও পাঠানো হয়েছে। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এনওসি জারিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এই পদক্ষেপ উত্তর কলকাতা ও শহরতলির দ্রুত গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দাবি, প্রায় ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডর চালু হলে যাতায়াতের সময় কমবে, বিটি রোডের যানজটের চাপ হ্রাস পাবে এবং যাত্রীরা নিরাপদ ও আধুনিক গণপরিবহণের সুবিধা পাবেন। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, মেট্রো সম্প্রসারণের সঙ্গে শহরের অত্যাবশ্যকীয় পানীয় জল সরবরাহ পরিকাঠামোর সুরক্ষাকে সমন্বয় করে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, নাগরিক পরিষেবা ও বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই ধরনের জটিল নগর-পরিকল্পনা প্রকল্পের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। অন্যদিকে, খজাপুরকে কেন্দ্র করে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে নতুন যোগাযোগের দিগন্ত খুলতে চলেছে ৭৫.৬২৯ কোটি টাকার ১,১০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হাই-স্পিড সড়ক করিডর। প্রস্তাবিত গ্রিনফিল্ড করিডরটি পশ্চিমবঙ্গের খজাপুর থেকে শুরু হয়ে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ফলে পূর্ব ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতের মধ্যে তৈরি

হবে একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ অক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশের অংশের ৪৫৭ কিলোমিটার নির্দিষ্ট রুট অনুমোদন করেছে। গোটা প্রকল্পের আর্থিক অনুমোদন ২০২৭ সালের মাঠের মধ্যে পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। প্রকল্পে সিভিল নির্মাণকাজের জন্য প্রায় ৫৫.৭৭২ কোটি টাকা এবং জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের জন্য ৮.৯৮২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রকল্পটির তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি খজাপুরকে ঘিরে। নতুন দীর্ঘপথের এই যোগাযোগ ব্যবস্থা খজাপুরকে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে পণ্য পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালী করতে পারে। শিল্প, লজিস্টিকস এবং পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে খজাপুরের কৌশলগত গুরুত্বও এর ফলে বাড়তে পারে। অন্যদিকে, হুগলি নদীর তীরবর্তী এলাকায় পর্যটন ও আতিথেয়তা পরিকাঠামো সম্প্রসারণে ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে ইডেন রিয়েলটি। ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষিণ হাওড়া ও গার্ডেনরিচে তিনটি বিলাসবহুল হোটেল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থাটির। তিনটি হোটেলে মোট ৩৬০ থেকে ৩৮০টি কক্ষ থাকবে।

প্রকল্পটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিবপুরে ৬.৫ একর জমির উপর প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ১০০ কক্ষের একটি হোটেল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে আরও একটি ১০০ কোটি টাকার হার্বাল স্পা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে ৬০ থেকে ৮০টি কক্ষ থাকবে। দুটি হোটেল পরিচালনার জন্য মেফেয়ার হোটেলস অ্যান্ড রিসর্টসের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা এগিয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শর্তপত্রে স্বাক্ষর হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই চলছে। হুগলি নদীর তীরবর্তী এই প্রকল্পগুলির জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট, কলকাতার কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি লিজে জমি নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাশাপাশি কাছাকাছি জেটিগুলিকে ব্যবহার করে নিজস্ব ফেরি পরিষেবা চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। এর মাধ্যমে হোটেলগুলির মধ্যে নদীপথে যোগাযোগ তৈরি করে বিয়ে, সম্মেলন এবং অন্যান্য বৃহৎ অনুষ্ঠানের জন্য একটি নদীকেন্দ্রিক আতিথেয়তা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, কলকাতার নগর পরিবহণ থেকে খজাপুরের আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ এবং হুগলি নদীর তীরবর্তী আতিথেয়তা— তিনটি ক্ষেত্রেই পরিকাঠামো ও বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এই উদ্যোগগুলি বাস্তবে দ্রুত রূপ পেলে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ, লজিস্টিকস, পর্যটন এবং পরিষেবা অর্থনীতির পরিসর আরও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলেই মনে করছেন শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িতরা।

গর্ভিণী মিত্র কোর্স চালু করল এআইআইএ

নয়াদিল্লি: গর্ভাবস্থা ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে মহিলাদের স্বাস্থ্যশিক্ষা, জীবনযাপন সংক্রান্ত পরামর্শ এবং স্থানীয় স্তরে সহায়তা দেওয়ার জন্য অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব আয়ুর্বেদ (এআইআইএ) চালু করল ‘গর্ভিণী মিত্র’ কোর্স। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে শুরু হওয়া এই ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির লক্ষ্য হল এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত সহায়ক কর্মী তৈরি করা। আয়ুর্বেদের গর্ভিণী পরিচর্যা, সূতিক পরিচর্যা এবং গর্ভাধান বিধি-ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই পাঠ্যক্রম। ছয় মাসের অফলাইন কোর্সটি সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত চলবে। প্রশিক্ষণে গর্ভাবস্থার বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, গর্ভাবস্থায় নিরাপদ যোগাভ্যাস, প্রসবের সময় মানসিক সহায়তা, নবজাতকের মালিশ এবং প্রাথমিক জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, জীবাণুমুক্তকরণ, জৈব-চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দিল্লির সরিতা বিহারে এআইআইএর ক্যাম্পাসে আয়োজিত এই কোর্সে প্রতি ব্যাচে ২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবেন। ভারতের যে কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা উত্তীর্ণ এবং কমপক্ষে *দ্বিতীয় পাতায়*

দেশজুড়ে খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগে প্রধানমন্ত্রী ১৫০০-এর বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জুড়বে

নয়াদিল্লি: কমনওয়েলথ গেমস সহ একাধিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারত লাগাতার সাফল্যের নজির তুলে ধরেছে। এই ধারাবাহিক সাফল্যকে মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই মনসুখ মাণ্ডব্য আরও নতুন প্রতিভা খুঁজে আনার বিষয়ে জোর দিতে বলেছিলেন। এবারে, প্রধানমন্ত্রী সরাসরি ক্রীড়াক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ক্রীড়াবিদ, পলিসিমেকার সহ একাধিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন। জাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আগামী ২৭ আগস্ট দেশজুড়ে আয়োজিত হতে চলেছে ‘খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ’—খেল কি বাত, প্রধানমন্ত্রী মৌদীর সঙ্গে’। দেশের ১,৫০০-র বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে তরুণ, ক্রীড়াবিদ এবং নীতিনির্ধারণকদের একই মঞ্চে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির সূচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মৌদী তরুণ ও উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশে ভার্চুয়াল ভাষণ দেবেন। তাঁর ভাষণে ক্রীড়া, যুব নেতৃত্ব এবং বিকশিত ভারত গঠনে তরুণদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় কর্মসূচি শুরু হবে। আইআইটি, আইআইএম, এনআইটি, এইমস, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই উদ্যোগে অংশ নেবে। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণদের ক্রীড়া ও যুবনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজেদের মতামত, পরামর্শ এবং নতুন চিন্তাভাবনা তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হবে। কর্মসূচিতে মূলত চারটি বিষয়ের উপর আলোচনা হবে। এর মধ্যে রয়েছে দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও তৃণমূল স্তরের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুযোগ বৃদ্ধি; ২০৩৬ সালের অলিম্পিকের জন্য

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিভা চিহ্নিতকরণ ও ক্রীড়াবিদ তৈরি; যুব নেতৃত্ব ও প্রশাসনে তরুণদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি; এবং ভবিষ্যৎমুখী দক্ষতা, স্বেচ্ছাসেবা ও দেশগঠনে তরুণদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করা। এই উদ্যোগের অন্যতম আকর্ষণ হবে তরুণদের সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও পদকজয়ীদের সরাসরি মতবিনিময়। দীপা কর্মকার, সাইনা নেহওয়াল, গগন নারং, শ্রীজেশ, মেরি কম, বাইচুং ভুটিয়া, গোপীচাঁদ, অঞ্জু ববি জর্জ, কর্ণম মল্লেশ্বরী, মীরাবাই চানু এবং পি. টি. উষা-সহ বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরা তরুণদের সঙ্গে তাঁদের ক্রীড়াজীবনের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্যের কাহিনি ভাগ করে নেবেন। বিশিষ্ট ক্রিকেটাররাও এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। শুধু ক্রীড়াবিদদের মধ্যেই এই অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ থাকছে না। সাংসদ, বিধায়ক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীরাও তরুণদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবেন এবং চারটি নির্ধারিত ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ শুনবেন। কর্মসূচির সঙ্গে ‘বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়ালগ কুইজ’-ও যুক্ত করা হয়েছে। তরুণদের মাই ভারত পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে উৎসাহিত করা হবে, যাতে একদিনের এই কর্মসূচির পরেও তাঁদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত থাকার সুযোগ তৈরি হয়। সরকারের বক্তব্য, ভারতের ক্রীড়া ব্যবস্থার পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেশের তরুণ প্রজন্ম। তাই তরুণদের আকাঙ্ক্ষা, ক্রীড়াবিদদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নীতিনির্ধারণকদের ভাবনাকে একই প্ল্যাটফর্মে এনে ক্রীড়া ও যুব উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তরুণদের আরও অর্থবহ ভূমিকা দেওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

অপারেশন ব্ল্যাক হকে বিপুল মাদক দ্রব্য উদ্ধার সিবিএনের

নয়াদিল্লি: সন্ত্রাসবাদের প্রধান আর্থিক স্তম্ভ ড্রাগ ব্যবসা। ভারতের বর্তমান ঘোষিত নীতি অনুসারে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স অবস্থান ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে স্বরাষ্ট্র দফতর। নেপাল সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের ড্রাগ ব্যবসায়ীদের ধরপাকড়ের কাজও শুরু হয়েছে। এবারে, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেলে কেন্দ্রীয় নারকোটিক্স ব্যুরো (সিবিএন)। ‘অপারেশন ব্ল্যাক হক’-এর অধীনে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ ইউনিটের যৌথ অভিযানে লখনউয়ের কাছে পরপর দুটি অভিযানে মোট ১৮.৬৪ কেজি ক্রুড হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিবিএনের তরফে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদক উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশে পাচার করা হচ্ছিল। ২০-২১ আগস্ট রাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে লখনউমুখী মাদক পাচারের বিষয়ে মধ্যপ্রদেশ ইউনিটের কাছে নির্দিষ্ট তথ্য আসে। এরপর সিবিএনের মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ ইউনিটের যৌথ দল সুলতানপুর-লখনউ জাতীয় সড়কপথে নজরদারি ও তল্লাশি শুরু করে। লখনউয়ের কাছে একটি আসাম নম্বরের হুন্ডাই ক্রেটা আটক করা হয়। গাড়ির যাত্রীরা

প্রথমে মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, মাত্র ৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে গাড়িতে চারবার জ্বালানি ভরা হচ্ছিল। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় গাড়ির জ্বালানি ট্যাঙ্কে শারীরিক পরীক্ষা চালানো হয়। তাতে ট্যাঙ্কের ভিতরে

একাধিক টোল প্লাজায় গাড়িটির গতিবিধি অনুসরণ করেন। পরে বারাবারিকর কাছে ট্রাকটি আটক করা হয়। সুশৃঙ্খলভাবে তল্লাশি চালিয়ে ট্রাকের বডি ফ্রেমের ভিতরে বিশেষভাবে তৈরি একটি গোপন কুঠুরি থেকে ২.১৬ কেজি ক্রুড হেরোইন উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় আরও এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইন, ১৯৮৫-এর কঠোর ধারায় মামলা করা হয়েছে। দুটি গাড়ি এবং উদ্ধার হওয়া সম্পূর্ণ মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সিবিএন জানিয়েছে, মাদকচক্রের মূল সরবরাহকারী এবং পাচারের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে আর্থিক ও লজিস্টিক তদন্ত শুরু হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সরবরাহকারী এবং উত্তরপ্রদেশে মাদকের পরবর্তী বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়াই তদন্তের অন্যতম লক্ষ্য। অভিযানে একটি আসাম-নিবন্ধিত হুন্ডাই ক্রেটা এবং একটি ভারী বাণিজ্যিক ট্রাক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং দুটি লুচিক গোপন কুঠুরি ব্যবহার করে মাদক পৃথক পাচারের বিষয়টি তদন্তে উঠে এসেছে।





সম্পাদকীয়

যুদ্ধের চেহারা বদলেছে। একসময় কোনও রাষ্ট্রকে পরাস্ত করার অর্থ ছিল তার ভুখণ্ড দখল করা, তার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা কিংবা তার রাজধানীর পতন ঘটানো। আজকের পৃথিবীতে যুদ্ধের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ময়দান তৈরি হয়েছে—অর্থনীতি। ব্যাংক, ডলার, জ্বালানি, বাণিজ্যপথ, প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক লেনদেন এখন কামান-বন্দুকের মতোই কার্যকর অস্ত্র। ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার সর্বশেষ পদক্ষেপ সেই পরিবর্তিত বাস্তবতারই স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

ওয়াশিংটন এবার সরাসরি শুধু তেহরানকে নিশানা করতে চাইছে না। ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করে, তার তেল কেনে, অর্থ লেনদেনে সাহায্য করে কিংবা তার জাহাজ ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে— এমন তৃতীয় দেশ, সংস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও শাস্তির হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেণ্টের ঘোষিত ‘অপারেশন ইকনমিক আউটকাস্ট’-এর মূল লক্ষ্যই হল ইরানের অর্থনৈতিক যোগাযোগকে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমেরিকা এখনও এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, যার বাইরে থাকা সহজ নয়। ডলার এখনও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক হারানোর ভয় বহু রাষ্ট্র ও সংস্থাকে ওয়াশিংটনের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে বাধ্য করে। ফলে একটি সামরিক সংঘর্ষে যে কাজ করতে বিপুল সেনা ও অস্ত্র প্রয়োজন, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তার অনেকটাই করা সম্ভব। কিন্তু এখানেই রয়েছে এই নীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতাও। দীর্ঘদিন ধরে ইরান মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে। ফলে তেহরানের কাছে নিষেধাজ্ঞা কোনও নতুন অভিজ্ঞতা নয়। বরং বছরের পর বছর ধরে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে বাণিজ্য

করা, বিকল্প আর্থিক পথ তৈরি করা এবং মধ্যস্থতাকারী নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা ইরানকে একটি আলাদা ধরনের অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছে। আর আমেরিকার সমস্যা শুধু ইরান নয়। ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে চীন। ফলে ওয়াশিংটনের সামনে এখন একটি কঠিন প্রশ্ন—ইরানকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে কতদূর পর্যন্ত চীনের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নটিই বর্তমান পরিস্থিতিকে আগের ইরান-আমেরিকা সংঘাতগুলির তুলনায় আলাদা করে তুলেছে। কারণ আজকের পৃথিবীতে কোনও একটি রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করা আগের মতো সহজ নয়। পৃথিবীতে বিকল্প শক্তিকেন্দ্র তৈরি হয়েছে। চীনের বিশাল অর্থনীতি রয়েছে, রাশিয়ার রয়েছে জ্বালানি ও কৌশলগত প্রভাব, ভারত দ্রুত নিজের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিসর বাড়াচ্ছে। পশ্চিম এশিয়াতেও রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী একাধিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখছে। ফলে নিষেধাজ্ঞা এখন আর শুধু ‘শাস্তি’ নয়। এই জায়গাতেই আমেরিকার বর্তমান অবস্থানকে বিচার করতে হবে। শক্তিশালী রাষ্ট্র তার প্রতিপক্ষকে চাপ দেওয়ার জন্য নিজের শক্তি ব্যবহার করবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন সেই চাপ বারবার আর্থিক নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা এবং ডলার-নির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্য রাষ্ট্রগুলিও নিজেদের ঝুঁকি কমানোর কথা ভাববে। ডলারের বিকল্প রাতারাতি তৈরি হবে না। আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থাও আগামীকাল বদলে যাবে না। কিন্তু প্রশ্নটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যদি ধীরে ধীরে নিজেদের বাণিজ্য, অর্থপ্রবাহ এবং জ্বালানি লেনদেনের বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করতে শুরু করে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে আমেরিকার আর্থিক ক্ষমতার একচ্ছত্রতা কি আগের মতো থাকবে?

রেলে খাবারের মানবৃদ্ধিতে ওয়ারকম পর্যালোচনা

রান্নাঘরের নজরদারিতে নির্দেশ

নয়াদিব্লি: ইতিপূর্বে যাত্রীদের অপাচ্য খাবার পরিবেশনের অভিযোগ উঠেছিল আইআরসিটিসির বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপের পথে হেঁটেছে ভারতীয় রেল। গুণমান নিশ্চিত করতে নানাবিধ সচেতন নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে পরিবেশিত খাবারকে। তবে আরও একটু এগিয়েই ভাবতে চাইছে অস্থিীন বৈষ্ণবের নেতৃত্বাধীন রেলমন্ত্রক। খাবার সহ অন্যান্য যাত্রীসুবিধার কথা মাথায় রেখে, প্রযুক্তি নির্ভর নজরদারি চালানোর ওপরেই জোর দিতে চাইছেন বৈষ্ণব। এই পরিস্থিতিতে, রেলের খাবারের গুণমান ও পরিষেবা আরও উন্নত করতে আইআরসিটিসির ‘ওয়ার রুম’-এর কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করলেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও সতীশ কুমার। যাত্রীদের অভিযোগ, রান্নাঘরের নজরদারি এবং খাদ্যের গুণমান নিশ্চিত করার ব্যবস্থাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর ও কার্যকর করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আইআরসিটিসির দফতরে পর্যালোচনার সময় রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান যাত্রীদের মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার নির্দেশ দেন। বিশেষ করে রেল মাদাদ ব্যবস্থাকে আরও স্বয়ংক্রিয় করার কথা বলা হয়েছে, যাতে যাত্রীরা সহজে এক ক্লিকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অভিযোগগুলির নিবিড় পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজন হলে সরাসরি যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যার প্রকৃতি বোঝা ও দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিদর্শনকারী সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতা বাড়াতোও পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সংস্থাকে পরিদর্শনের সময় চিহ্নিত ত্রুটি এবং তাদের কাজের পারফরম্যান্সের বিস্তারিত তথ্য নিয়মিত নথিভুক্ত করতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের কাজের ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে। রেলের ক্যাটারিং রান্নাঘরগুলিতে ক্যামেরাভিত্তিক নজরদারি আরও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে চারটি

ক্যামেরা ফিডের মাধ্যমে রান্নাঘরের কাজ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি কাঁচামাল সংরক্ষণের জায়গায় অতিরিক্ত ক্যামেরা এবং প্যান-টিল্ট-জুম (পিটিজেড) ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্যামেরার মাধ্যমে রান্নাঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতিও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোথাও পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হলে নোটিস দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পর্যালোচনার দক্ষিণ-মধ্য রেলের অনন্তপুরের একটি রান্নাঘরে উন্নতির প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত হয়েছে। খাবারের মধ্যে রুটি ও পরোটা তৈরির প্রক্রিয়া বিশেষভাবে পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াটি খতিয়ে দেখে কোথায় ঘাটতি রয়েছে তা চিহ্নিত করে খাবারের মানে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। রেলের ক্যাটারিং পরিষেবায় তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শনকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। যেখানে পরিদর্শন ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে তা যাতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়, তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কোনও সংস্থার কাজ ধারাবাহিকভাবে অকার্যকর প্রমাণিত হলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া, এমনকি তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক নজরদারি ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ব্যবহারের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইদুর, আরশোলা কিংবা অন্যান্য ত্রুটি শনাক্ত হওয়ার পর শুধু সতর্কবার্তা তৈরি করেই যাতে ব্যবস্থা শেষ না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। শনাক্ত সমস্যার ভিত্তিতে সতর্কীকরণ পত্র এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, কার্যকর পরিদর্শন এবং দ্রুত সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে রেল ক্যাটারিং পরিষেবার খাদ্যগুণ, পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রী-পরিষেবার মান উন্নত করা। এতে যাত্রীদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির পাশাপাশি রেলের খাবারের প্রতি যাত্রীদের আস্থাও আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

আর্থিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি

ইরানকে রুখতে বিকল্প ই হাতিয়ার আমেরিকার

ওয়াশিংটন: ইরানের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও বিচ্ছিন্ন করতে বড়সড় অর্থনৈতিক চাপ তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করল আমেরিকা। মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেণ্ট সোমবার জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখা দেশ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও প্রয়োজন ‘সেকেন্ডারি স্যানশন’ বা পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অপারেশন ইকনমিক আউটকাস্ট’। বেসেণ্ট জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে আর্থিক যোগাযোগ বজায় রাখা পক্ষগুলিকে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হবে। ইরানের সঙ্গে অবৈধ আর্থিক লেনদেন বা অর্থপাচারে সহায়তা করা কোনও সংস্থাকে মার্কিন ডলার-ভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঈশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘ঘড়ির কাঁটা ইতিমধ্যেই চলতে শুরু করেছে।’ মার্কিন ট্রেজারি দফতর জানিয়েছে, ইরানের তেল পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন আর্থিক নেটওয়ার্ক, মধ্যস্থতাকারী ও লেনদেনের পথ চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রায় ৬০টি ইরান-সংযুক্ত সংস্থা, ব্যক্তি

ও জাহাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ডিজিটাল সম্পদ, প্রযুক্তি, সোনা, বিমান পরিবহণ এবং জাহাজ চলাচল—এই পাঁচটি ক্ষেত্রকেও সম্ভাব্য সেকেন্ডারি নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে চিনকে ঘিরে। ইরানের তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা চীন। মার্কিন প্রশাসন এখনও বড় চিনা ব্যঙ্কগুলিকে তালিকাভুক্ত করেনি। তবে বেসেণ্ট স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও দেশ বা প্রতিষ্ঠানই মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে নয়। একই সঙ্গে তিনি জানান, চিন-সহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ‘নীরব কুটনীতি’র মাধ্যমে মার্কিন প্রত্যাশা জানানো হচ্ছে। মার্কিন প্রশাসনের ঘোষণার মধ্যেই বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছে। সপ্তাহান্তে এই জলপথ দিয়ে ২০টিরও কম পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করেছে, যেখানে যুদ্ধ শুরুর আগে প্রতিদিন ১৩০টিরও বেশি জাহাজ এই পথ ব্যবহার করত। হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল কমে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারেও চাপ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, ইরানও মার্কিন চাপের জবাব দেওয়ার বার্তা দিয়েছে। তেহরান ৪৫টি ট্যাক্সারকে কালে

তালিকাভুক্ত করে জানিয়েছে, নির্দিষ্ট নিয়ম ভঙ্গকারী জাহাজকে জরিমানা, আটক এবং তাদের পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। ওই জাহাজগুলির সঙ্গে অন্য কোনও জাহাজ পণ্য স্থানান্তর করলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার ঈশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ইরানের পক্ষ থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার হুমকি প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে, এই ধরনের পদক্ষেপ পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের উপর আরও চাপ তৈরি করতে পারে। একই সময়ে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির তেহরানে পৌঁছে ইরান-আমেরিকা সংঘাতের অবসান এবং আঞ্চলিক শান্তির বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। ফেব্রুয়ারি থেকে চলা ইরান যুদ্ধের ছয় মাসের কাছাকাছি সময়ে ওয়াশিংটনের নতুন অর্থনৈতিক পদক্ষেপ সংঘাতের পরিধি আরও বাড়াল। সামরিক চাপের পাশাপাশি ইরানের তেল, আর্থিক ব্যবস্থা, পরিবহণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যোগাযোগকে চাপে ফেলে তেহরানকে বিচ্ছিন্ন করাই এখন আমেরিকার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে মার্কিন প্রশাসনের বক্তব্য। তবে আমেরিকার এই সিদ্ধান্তে ভারত কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেয় তার দিকেই তাকিয়ে বিশ্ব।

ডলার-রুপি আদানপ্রদানে ৭৩ বিলিয়ন আয়

নয়াদিব্লি: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ ডলার-রুপি বৈদেশিক মুদ্রা অদলবদল ব্যবস্থা-য় বিপুল সাড়া মিলেছে। ৮ জুন ২০২৬-এ চালু হওয়া এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ২১ আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট ৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ হয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে এফসিএনআর (বি) আমানত থেকেই এসেছে ৬৫.৪০ বিলিয়ন ডলার। অনাবাসী ভারতীয়দের এই বিপুল অংশগ্রহণ দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির প্রতি তাঁদের আস্থার প্রতিফলন বলে জানিয়েছে সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় এফসিএনআর (বি) আমানত, ওভারসিজ ফরেন কারেন্সি বোরোয়িংস (ওএফসিবি) এবং এক্সটার্নাল কমার্শিয়াল বোরোয়িংস (ইসিবি)-এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। মাত্র ১১ সপ্তাহের মধ্যে ৭৩ বিলিয়ন ডলারের প্রবাহকে ভারতের অন্যতম বৃহৎ এবং দ্রুততম বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ অভিযান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

এআইআইএ

প্রথম পাতার বাকি অংশ
১৮ বছর বয়সি প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। যাঁদের দ্বাদশ শ্রেণির ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি, তাঁরাও অস্থায়ীভাবে আবেদন করতে পারবেন। প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার পর অংশগ্রহণকারীরা গর্ভিণী মিত্র সহকারী, প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী পরিচর্যা সহকারী, প্রসব-পূর্ব স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নির্দেশক এবং মাতৃস্বাস্থ্য সহায়ক কর্মী হিসেবে কাজের সুযোগ পেতে পারেন। আয়ুষ কেন্দ্র, মাতৃসদন, বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য প্রকল্প এবং সুস্থতা-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে কাজের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এআইআইএর তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই প্রশিক্ষণ চিকিৎসকের অধীনে নিয়মিত প্রসব-পূর্ব চিকিৎসার বিকল্প নয়। গর্ভাবস্থায় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় রোগনির্ণয়মূলক পরীক্ষা এবং রক্তচাপ ও হিমোগ্লোবিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যপরিমাপ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষিত গর্ভিণী মিত্ররা মূলত বিপদের লক্ষণ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট মহিলাকে দ্রুত চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের এই কোর্সে ভর্তির শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ২০২৬। বিস্তারিত তথ্যের জন্য এআইআইএর প্রকাশিত পাঠ্যক্রমের বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

হস্টেলের দেওয়াল লিখন কাণ্ডে কঠোর তদন্তের সুপারিশ শুভেন্দুর

কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন, যাদবপুর থেকে দেশবিরোধী অভিবাম গোষ্ঠীর রাজনীতিকে অপসারণ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে দেবেন। এবার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিভাগের বয়েজ হস্টেলের ভিতরে আপত্তিকর, হিংসাত্মক ‘অ্যান্টি-ন্যাশনাল’ দেওয়াল লিখন ও ছবি থাকার অভিযোগ ঘিরে তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ-নিষ্পত্তি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সচেতন ছাত্রের কাছ থেকে পাওয়া ছবি ও ভিডিয়ার ভিত্তিতে বিষয়টি সামনে এসেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রথমে আর্টস বিভাগের বয়েজ হস্টেল এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে শারীরিক যাচাই করে অভিযোগগুলির সত্যতা খতিয়ে দেখতে হবে। দেওয়াল লিখন ও ছবিগুলির অন্তিত্ব নিশ্চিত হলে সেগুলির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত তদন্ত শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে নষ্ট করা যায় না। হল শিক্ষা, উৎকর্ষ এবং দেশগঠনের পবিত্র ক্ষেত্র। কোনও পরিস্থিতিতেই ক্যাম্পাসকে বিভ্রান্তিকর প্রচার বা ভারতবিরোধী মনোভাব

ছড়ানোর মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দফতরকে এক্ষেত্রে কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং শিক্ষার পরিবেশ ও একাডেমিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। অভিযোগে উল্লেখিত দেওয়াল লিখন ও ছবিগুলি তদন্তে সত্য বলে প্রমাণিত হলে সেগুলি দ্রুত সরিয়ে ফেলা, দায় নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলে, দিমাগী নকশালদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথাও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। দেওয়াল লিখন বা ছবিগুলির প্রকৃতি এবং এর সঙ্গে কারা যুক্ত, তা তদন্তের ফলাফলের পরই স্পষ্ট হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে মেধা, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেই বজায় রাখতে হবে; বিভাজনমূলক বক্তব্য বা অসামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র হিসেবে নয়। অন্যদিকে, অভিবাম নেতাদের একাংশের দাবি, এভাবে জোর করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে নষ্ট করা যায় না। কিন্তু ইতিপূর্বে বহু ঘটনায় দেশ বিরোধী অবস্থান নেওয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

